নোয়খালীর চরাঞ্চলে শিশু শ্রম

নোয়খালী জেলার চর মজিদ গ্রামের শিশুরা আর্থিক অস"ছলতা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অভাবে জীবিকার তাগিদে ঝুঁকিপুর্ণ কাজ করছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, মাছ ধরা, লাকড়ি কাটা, রিকশা চালানো, ইলিশ মাছের জাল টানার মতো কঠিন কাজ করছে শিশুরা। ফলে শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হ"েছ। সরকারী ও বেসরকারীভাবে শিশুদের জন্য নিরাপদ কাজের ব্যবস্থা করলে তারা ঝুঁকিপুর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকবে।

দেশের দক্ষিণ প্রান্তে এ জেলার অর্ধেকের ও বেশি উপকূলীয় চরাঞ্চলে বিস্তৃত। এসব অঞ্চলে আশ্রয়হীন, নদীভাঙ্গা মানুষের বসতি গড়ে ওঠে। এদের অর্ধেকেরও বেশি শিশু। আশ্রয়হীন, নদী ভাঙা এসব মানুষেরা দক্ষিণ হাতিয়া, চানন্দী, শুছখালী, চরমটুয়া থেকে এসে চর মজিদে বসত শুর" করে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবঞ্চিত এবং আর্থিকভাবে অস"ছল মানুষেরা কোনো রকমে বেঁচে থাকার তাগিদে জীবনসংগ্রাম করে যা"েছ। যার মুল প্রভাব পড়ছে শিশুদের ওপর। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী ০-১৮ বয়স পর্যন্ত সকল শিশু চরমজিদ গ্রামের এই শিশুরা জীবন-জীবিকার জন্য ঝুঁকিপুর্ণ শ্রমে নিয়োজিত।

শিশুশ্রম মানবতাবিরোধী। অল্প বয়স থেকে কঠিন পরিশ্রম শিশুর স্বাস্থ্য হানিকর। ভবিষ্যতেও এসব শিশু কঠিন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে। একটি সুস্থ শিশু জাতির সম্পদ। সুস্থ শিশু গড়ে তুলতে পারে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ জাতি। কিন্তু দেখা যা"েছ, বাসখালীর শিশুদের জন্মের পর থেকে জীবন সংগ্রামে কঠোর পরিশ্রম করতে হ"েছ। অনেক শিশু আছে ১২-১৪ বছর বয়সের শিশু সংসারে দু'মুঠো অন্নের সংস্থানের জন্যে বেছে নি"েছ ঝুঁকিপুর্ণ কাজ। নিজাম উদ্দিন (১০), বাহার (১২), খোকন (১১), দুলাল (১৩) রাতের অংন্ধকারে বের হয়ে যায় জালের বোঝা কাঁধে নিয়ে। ভোররাত থেকে পোনা ধরা শুর" করে, দিনের ১২টা পর্যন্ত এই পোনা বিক্রি করে জনপ্রতি পায় ৩০-৫০ টাকা। এ টাকা দিয়েই সংসার চলে চরাঞ্চলের অনেক পরিবারের।

বাসখালী বেড়িবাঁধের প্রায় পরিবারগুলোতে দেখা যায় মৌসুমি শ্রমিকের সাথে মেয়েদের বিয়ে দেয়। বিয়ের দু-এক বছর যাওয়ার পর দেখা যায় এসকল মৌসুমি শ্রমিক, বউ বা"চা রেখে অন্য কোথাও চলে যায়। আর এ বা"চাগুলোকে জীবন ধারণের জন্য বেছে নিতে হয় বয়সের তুলনায় অনেক কঠিন কাজ।

আলেয়া বেগম (২২), স্বামীর বাড়ি আজও চিনেন না। তার বর্ণনায়, বিয়ের পাঁচ বছরের মাথায় ৪টা সন্তান দিয়ে স্বামী কাজের সন্ধানে সেই যে শহরে গেল আর ফিরল না। তাই ই"ছা থাকার পরেও ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করাতে পারিনি। নয় বছরের মেয়েকে শহরের বাসাবাড়িতে কাজ করতে দিয়েছি। সেখানে তাকে সারা দিন কাজ করতে হয় আবার শারীরিক নির্যাতনও তাকে সহ্য করতে হ"েছ। বিনিময়ে মাসে দেয় ২০০ টাকা। পেটের দায়ে এখনো তাকে সেখানেই রাখতে হ"েছ।
বড় ছেলে রহিমকে (১৫) দিয়েছি পাশের ডিপকলে। সংসারের বোঝা টানার জন্যেই প্রতিদিন ৩০ টাকার বিনিময়ে ডিপকলের ভারীভারী যন্ত টানতে হয়।

র"বেলের (১৪) বাবা দু'বছর আগে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে নিজে রোজগার করে খাওয়ার জন্য। সে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনে গ্রামের বাবুল মিয়ার সাথে কাজের সন্ধানে ছুটে যায় চাঁদপুর ইলিশ মাছের জাল টানার জন্য। সে বলে, জাল টানতে টানতে হাতে মেছা পরে গেছে। অসুস্থ হলেও কোনো চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয় না এখানে। কাজের বিনিময়ে খাওয়া ছাড়া মাস শেষে কিছু পায়নি।

হাজেরা বেগম (৩২) জানান, তিন মাস আগে তার স্বামী মারা গিয়েছেন। নয় সন্তান নিয়ে তিনি কখনো অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয়। তাই বড় ছেলে মামুনকে (১৫) রিকশা চালাইতে দিতে হয়েছে। সকালে বের হয়। সারা দিন রোজগার করে ৮০-৯০ টাকা রিকশার মালিককে দিয়ে হাতে থাকে ২০-৩০ টাকা। এ টাকা দিয়ে চালাতে হয় ৯ জনের সংসার। হয়।

Source: http://www.mass-line.org/pressfreedom/

ভুক্তভোগী পরিবারবর্গ এবং স্থানীয় এলাকাবাসীর সাথে আলাপকালে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো পাওয়া যায় :

১. শিশুদের খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা নিশ্চিত করলে ।
২. বাঁশখালী গ্রামের নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে।
৩. সেখানকার এনজিওগুলো শিশুদের নিয়ে আয়মুলক ও গঠনমুলক কোনো কাজের ব্যবস্থা করলে তারা ঝুঁকিপুর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকবে।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেন : ফয়জুল ইসলাম জাহান, এ এস এম রিজওয়ান, সেলিনা আক্তার শেলি ও শাহিনুর আক্তার